জাতীয় সংসদ নির্বাচন অগ্রাধিকার

অতীব জরুরী

নির্বাচন কমিশন
বাংলাদেশ
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা

নং- ১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০২০.১৩(অংশ-৩).৫৪৪

তারিখঃ ১২ পৌষ ১৪২০ বঙ্গাব্দ
২৬ ডিসেম্বর ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ

ফ্যাক্স : ৯১৮০৭৮২

ই-মেইল : mihir_sm@yahoo.com

ওয়েব সাইট : www.ecs.gov.bd

ফোন : ৯১৮০৮২১ (অফিস)

প্রেরক : **মিহির সারওয়ার মোর্শেদ**
উপ সচিব
নির্বাচন পরিচালনা-১

প্রাপক :
১। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা ও রিটার্নিং অফিসার
২। বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম ও রিটার্নিং অফিসার
৩। জেলা প্রশাসক, ...(সংশ্লিষ্ট)
ও
রিটার্নিং অফিসার

পরিপত্র-১৪

বিষয় : **দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ব্যালট পেপারসহ নির্বাচনি দ্রব্যাদি বিতরণ ও যাচাইকরণ, সিলের গোপনীয়তা রক্ষা, ভোটদান পদ্ধতি, ভোটগণনা, ফলাফল একত্রীকরণ, একত্রিকরণের পর পুনঃসিল গালাকরণ, নির্বাচনি প্রচারণা বন্ধের সময়সীমা ও প্রাথমিক বেসরকারি প্রাথমিক ফলাফল সংগ্রহ ও পরিবেশন ইত্যাদি**

মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ে আদিষ্ট হয়ে জানাচ্ছি যে, গত ২৩ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে জারীকৃত ১৭.০০.০০০০.০৩৮.৭০.০১৪.১২ - ২৩২ নম্বর স্মারকের মাধ্যমে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রথম পর্যায়ে ভোটকেন্দ্রে ব্যবহৃতব্য নির্বাচনি সামগ্রী, ফরম, প্যাকেট, নির্দেশিকা, পরিচয়পত্র, আরএমএস এর কিটস (ল্যাপটপ, স্ক্যানার ও ল্যাপটপের ব্যাগ), প্রশিক্ষণ সামগ্রী ও প্রশিক্ষণ কিটস এবং প্রচার সামগ্রী ২৩ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখ হতে বিতরণের সময়সূচি ও রুট প্ল্যান সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে একই রুট প্ল্যানে ব্যালট পেপার করা হবে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে বিতরণের সময়সূচি পরবর্তীতে অবহিত করা হবে।

২। **ব্যালট পেপারসহ অন্যান্য মালামাল গ্রহণের ক্ষমতাপত্র:** উল্লিখিত সময়সূচি অনুসারে আপনি আপনার জেলা নির্বাচন অফিসার অথবা অন্য কোন কর্মকর্তাকে (সহকারী কমিশনার/সিনিয়র সহকারী কমিশনার) প্রয়োজনীয় সংখ্যক নিরাপত্তা বাহিনীসহ ব্যালট পেপার সংগ্রহের জন্য ঢাকায় প্রেরণ করবেন। ব্যালট পেপার গ্রহণ করার জন্য ব্যালট পেপার গ্রহণকারী কর্মকর্তা আপনার নিকট হতে দুই প্রস্থ **"লিখিত ক্ষমতাপত্র"** অবশ্যই বহন করবেন।

৩। **ব্যালট পেপার সরবরাহ ও যাচাইকরণ:** ব্যালট পেপার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তালিকা তাদের স্ব স্ব নির্বাচনি প্রতীক এবং নির্বাচনি এলাকা ভিত্তিক ভোটার সংখ্যা অনুযায়ী মুদ্রিত হয়েছে কিনা, তা সরকারি মুদ্রণালয় (বিজি প্রেস)/গভর্ণমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস/সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস হতে গ্রহণের সময় সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার/উপযুক্ত প্রতিনিধিকে যাচাই করে দেখতে হবে। সুতরাং আপনার আওতাভুক্ত প্রত্যেক নির্বাচনি এলাকার **প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের প্রতীকসহ তালিকা (প্রকৃত ভোটার সংখ্যাসহ) সঙ্গে আনার জন্য তাঁকে পরামর্শ প্রদান করবেন**। তিনি ব্যালট পেপারসমূহ গ্রহণের সময় প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তালিকায় বর্ণিত **প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নাম এবং তাঁদের নামের বিপরীতে ছাপানো নির্বাচনি প্রতীক যাচাই করবেন**। কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে তা সংশোধন করার জন্য প্রেস ও নির্বাচন কমিশন সচিবালয়কে অবহিত করবেন। ব্যালট পেপার এবং অন্যান্য মালামাল প্রিজাইডিং অফিসারদের মধ্যে বিতরণের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত নিরাপদে সংরক্ষণ করতে হবে এবং সকল পর্যায়ে যাতে ব্যালট পেপার, মার্কিং সিল এবং অফিসিয়াল সিলের গোপনীয়তা রক্ষিত হয় তার নিশ্চিয়তা বিধান করতে হবে।

৪। **নির্বাচনি সামগ্রীর যাচাইকরণ:** বিতরণকৃত নির্বাচনি দ্রব্যাদি আপনার কাছে পৌঁছানোর পর জারীকৃত **পরিপত্র-১৩** এর সাথে সংযোজিত **নির্বাচনি সামগ্রীর বিতরণ তালিকা** অনুসারে প্রেরিত ফরম, প্যাকেট, খাম ইত্যাদি চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা সঠিকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। যদি কোন সামগ্রী কম থাকে, তাহলে ব্যালট পেপার সংগ্রহের সময় সেগুলো সংগ্রহ করার জন্য দয়া করে জেলা নির্বাচন অফিসারকে পরামর্শ দিবেন।

৫। **ব্যালট পেপারসহ বিভিন্ন ধরনের সিলের সংরক্ষণ ও গোপনীয়তা রক্ষা:** ব্যালট পেপার এবং অন্যান্য মালামাল প্রিজাইডিং অফিসারদের মধ্যে বিতরণের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত নিরাপদে সংরক্ষণ করতে হবে এবং সকল পর্যায়ে যাতে ব্যালট পেপার, মার্কিং সিল এবং অফিসিয়াল সিলের গোপনীয়তা রক্ষিত হয়, তার নিশ্চয়তা বিধান করবেন।

৬। **ভোটকেন্দ্রে ভোটগণনা, ভোট গণনার বিবরণী ও নির্বাচনি কাগজপত্রাদি প্রস্তুত এবং রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণ:** (১) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৩৬ এর বিধান অনুসারে ভোটগ্রহণের কাজ শেষ হওয়ার সংগে সংগে প্রিজাইডিং অফিসারকে ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, তাঁদের নির্বাচনি এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্ট ও নির্বাচনি পর্যবেক্ষকদের সম্মুখে আইন দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে ভোটগণনার কাজ শেষ করতে হবে। আপনি আপনার আওতাধীন সকল প্রিজাইডিং অফিসারকে বুঝিয়ে দিবেন যে, ভোটগ্রহণের কাজ শেষ হওয়ার সাথে সাথে ভোটগণনার কাজ ভোটকেন্দ্রেই শেষ করা তাঁদের আইনগত দায়িত্ব। এই দায়িত্ব তাঁদেরকে অবশ্যই পালন করতে হবে। কোন অবস্থাতেই ভোটকেন্দ্র ছাড়া অন্য কোথাও ভোটগণনা করা যাবে না। ভোট গণনার বিবরণী ভোটকেন্দ্রের নোটিশ বোর্ড/দেয়াল/বেড়ায় টাংগিয়ে প্রকাশ করতে হবে।

(২) ভোটগণনার কাজ শেষ হওয়ার পর পরই প্রত্যেক প্রিজাইডিং অফিসারকে ব্যবহৃত ব্যালট পেপার ভর্তি সিলমোহরকৃত বিভিন্ন ধরনের প্যাকেট, ভোট গণনার বিবরণী, ব্যালট পেপারের হিসাব এবং অন্যান্য কাগজপত্রাদি সরাসরি উপযুক্ত নিরাপত্তা বাহিনীর সহায়তায় সহকারী রিটার্নিং অফিসারের মাধ্যমে আপনার কাছে প্রেরণ করতে হবে।

(৩) নিম্ন বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে কার্যব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আপনি সংশ্লিষ্ট সহকারী রিটার্নিং অফিসার এবং প্রিজাইডিং অফিসারগণকে নির্দেশ দিবেন:

(ক) যদি কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কিংবা নির্বাচনি এজেন্ট কিংবা পোলিং এজেন্ট ভোট গণনার সময় উপস্থিত না থাকেন অথবা কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কোন ভোটকেন্দ্রে নির্বাচনি এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্ট নিয়োজিত না করেন তবে উক্তরূপ **অনুপস্থিতির কথা লিখিতভাবে রেকর্ড করতে হবে**।

(খ) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৩৬ এর দফা (১০) এর বিধান মতে নির্বাচনি এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্ট যদি ভোটগণনার সময় উপস্থিত থাকেন, তবে প্রিজাইডিং অফিসার প্রতিটি বিবরণী ও প্যাকেটের উপর তাঁদের স্বাক্ষর নিবেন এবং নির্বাচনি/পোলিং এজেন্টগণ স্বাক্ষর দিতে অস্বীকার করলে প্রিজাইডিং অফিসার বিষয়টি লিপিবদ্ধ করে রাখবেন।

(গ) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছে ৩৬ এর দফা (১১) এর বিধান মতে যদি কোন নির্বাচনি এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্ট **ভোট গণনার বিবরণী ও ব্যালট পেপারের হিসাবের সত্যায়িত অনুলিপির** জন্য স্বাক্ষর করেন তবে প্রিজাইডিং অফিসার নির্বাচনি/পোলিং এজেন্টকে সত্যায়িত অনুলিপি প্রদান করবেন এবং এই অনুলিপি প্রাপ্তি স্বীকার গ্রহণ করবেন। যদি নির্বাচনি/পোলিং এজেন্ট প্রাপ্তি স্বীকার **করতে অস্বীকার করেন, তবে তা লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে**।

(ঘ) নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ১৯৭২ অনুসারে নির্ভুলভাবে ভোটগণনার বিবরণী প্রস্তুত করার লক্ষ্যে নির্ধারিত ফরম-১৬-তে প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর অনুকূলে প্রদত্ত মোট ভোটার সংখ্যা আলাদাভাবে **অঙ্ক ও কথায় লিপিবদ্ধ করতে** হবে।

(ঙ) প্রিজাইডিং অফিসার ভোটগণনার বিবরণী নির্ধারিত ফরমে মূল প্রস্থসহ দুই প্রস্থ সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করবেন। ভোটগণনার বিবরণী ডাকযোগে নির্বাচন কমিশনের নিকটও সঙ্গে সঙ্গে প্রেরণ করতে হবে। তাছাড়া তার একটি অনুলিপি কেন্দ্রের বাইরে কোন দর্শনীয় স্থানে টাঙ্গিয়ে দিতে হবে।

(চ) প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট হতে ভোটগণনার বিবরণী প্রাপ্তির পর সহকারী রিটার্নিং অফিসার উপস্থিত প্রার্থী অথবা প্রার্থীর প্রতিনিধির সম্মুখে সেই কেন্দ্রের ফলাফল পড়ে শুনাবেন এবং এক প্রস্থ (মাস্টার কপি ছাড়া) ভোট গণনার বিবরণী তাঁর কার্যালয়ে প্রদর্শনী বোর্ডে অথবা দেওয়ালে টাংগিয়ে দিবেন। সহকারী রিটার্নিং অফিসার ভোটগণনা বিবরণীর মাস্টার কপি রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণ নিশ্চিত করবেন।

৭। **রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক ফলাফল একত্রীকরণ এবং ফলাফল ঘোষণা**: (ক) ভোটগণনার কাজ শেষ হওয়ার পর পরই প্রত্যেক প্রিজাইডিং অফিসার ব্যবহৃত ব্যালট পেপার ভর্তি সিলমোহরকৃত বিভিন্ন ধরনের প্যাকেট, ভোটগণনার বিবরণী, ব্যালট পেপারের হিসাব সরাসরি অথবা সহকারী রিটার্নিং অফিসারের মাধ্যমে আপনার নিকট প্রেরণ করবেন। উক্ত দলিল-দস্তাবেজের ভিত্তিতে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৩৭ এর বিধান অনুসারে আপনাকে প্রত্যেক নির্বাচনি এলাকার **ফলাফল একত্রীকরণ** করতে হবে। উক্ত কাজ সম্পাদনের পূর্বে প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী/তাঁহার নির্বাচনি এজেন্টকে লিখিত নোটিশের মাধ্যমে ফলাফল একত্রীকরণের স্থান ও সময় আপনাকে জানিয়ে দিতে হবে। নির্দিষ্ট সময় ও দিনে উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী/নির্বাচনি এজেন্টদের সম্মুখে আইন ও বিধি দ্বারা নির্ধারিত নিয়মে আপনি ফলাফল একত্রীকরণ করবেন। ফলাফল একত্রীকরণের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত যে সমস্ত পোস্টাল ব্যালট পেপার আপনার কাছে পৌঁছাবে সেগুলো প্রিজাইডিং অফিসারদের কাছ থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের সাথে যোগ করে প্রত্যেক প্রার্থীর ফলাফল নির্ধারণ করবেন। এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে, আপনি যতদূর সম্ভব ভোট গ্রহণের দিবসের পরের দিন সকাল ১০.০০ টার মধ্যে ফলাফল একত্রীকরণের কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন।

(খ) ফলাফল একত্রীকরণ করার পূর্বে, রিটার্নিং অফিসার প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক গণনা হতে বাতিলকৃত ব্যালট পেপারসমূহ পরীক্ষা করে দেখবেন এবং যদি তিনি দেখেন যে, অনুরূপ কোন ব্যালট পেপার এইরূপ বাদ দেওয়া উচিত হয় নাই তাহলে উক্ত ব্যালট পেপার দ্বারা যে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর জন্য ভোট দেওয়া হয়েছে তাঁর পক্ষে প্রদত্ত ব্যালট পেপার হিসাবে ইহাকে গণনা করবেন।

(গ) রিটার্নিং অফিসার কোন ভোট কেন্দ্র সম্পর্কিত বৈধ ব্যালট পেপারসমূহ পুনরায় গণনা করবেন না, যদি না-

(অ) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাঁর নির্বাচনি এজেন্ট কর্তৃক লিখিতভাবে প্রিজাইডিং অফিসারের গণনা সম্পর্কে আপত্তি করা হয় এবং রিটার্নিং অফিসার ঐ আপত্তির যথার্থতা সম্পর্কে সন্তুষ্ট হন; অথবা

(আ) তিনি কমিশন কর্তৃক ইহা করতে আদিষ্ট হন।

৮। **দুই বা ততোধিক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ভোটের সমতার ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ:** যদি কোন নির্বাচনি এলাকার ফলাফল একত্রীকরণের পর দেখা যায় যে, দুই বা ততোধিক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী সম সংখ্যক ভোট পেয়েছেন এবং তাদের কোন একজনের জন্য একটি ভোট দেয়া হলে তিনি নির্বাচিত ঘোষিত হওয়ার অধিকারী হবেন সেক্ষেত্রে, রিটার্নিং অফিসার তৎক্ষণাৎ অনুরূপ প্রার্থীগণ সম্পর্কে লটারীর মাধ্যমে ফলাফল নির্ধারণ করবেন । লটারী যে প্রার্থীর অনুকূলে পড়বে তিনি সর্বোচ্চ ভোট পেয়েছেন বলে গণ্য হবেন, যা তাকে নির্বাচিত বলে ঘোষিত হওয়ার অধিকারী করবে। উপস্থিত সকল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী এবং তাঁদের নির্বাচনি এজেন্টের সামনে লটারী হবে। আপনি এই লটারীর পুরো কার্যক্রমটি কার্যবিবরণীতে লিপিবদ্ধ করবেন। লিপিবদ্ধ কার্যবিবরণীতে উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী এবং তাদের নির্বাচনি এজেন্টেগণের স্বাক্ষর গ্রহণ করতে হবে।

৯। **একত্রীকরণের বিবরণী ও নির্বাচনি রিটার্ন প্রেরণ**: নির্বাচনের ফলাফল নির্ধারণের পর গণ প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছদ ৩৯ অনুসারে আপনি গণ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নির্বাচিত প্রার্থীর নাম ঘোষণা করবেন। উক্ত গণ বিজ্ঞপ্তিতে প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নাম এবং তিনি কত ভোট **(অঙ্ক ও কথায়)** পেয়েছেন তার উল্লেখ থাকবে। অতঃপর আপনি অথবা আপনার জেলা নির্বাচন অফিসার/ অন্য কোন কর্মকর্তার মাধ্যমে আগামী **০৬ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখের মধ্যে (প্রয়োজনে রাতে)** অবশ্যই নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে একীভূত ফলাফলের বিবরণীসহ একটি রিটার্ন (প্রত্যেক নির্বাচনি এলাকার জন্য পৃথক পৃথক রিটার্ন) পৌঁছাবার ব্যবস্থা করবেন।

১০। **ফলাফল একত্রীকরণের পর পুনঃ সিলগালা করণ**: ফলাফলের একত্রীকরণ বিবরণী ও নির্বাচনি রিটার্ন বিধি অনুসারে প্রস্তুত করার পর যে সমস্ত প্যাকেট ফলাফল একত্রীকরণ করার জন্য খোলা হয়েছে সেই গুলোতে ব্যালট পেপার ইত্যাদি পুনরায় ভর্তি করে সিল গালা করবেন। সিলগালাকৃত প্যাকেটে যদি উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাঁদের নির্বাচনি এজেন্ট দস্তখত এবং সিলমোহর সংযুক্ত করতে চান তবে তা অবশ্যই করতে দিতে হবে। তাছাড়া যদি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী এবং তাঁদের নির্বাচনি এজেন্ট ফলাফল একত্রীকরণের বিবরণীর কপি দাবী করেন তাহলে তাঁদের তা প্রদান করতে হবে।

১১। **ফলাফল একত্রীকরণের সময় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা** : নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে আপনাকে নির্বাচনি ফলাফল একত্রীকরণের সময় এবং পরে নিম্নোক্ত কতিপয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবেঃ

(ক) ফলাফল একত্রীকরণের সময়ে প্রার্থী অথবা তাঁদের নির্বাচনি এজেন্টদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;

(খ) বাতিল ভোটসমূহ সঠিকভাবে এবং যত্নের সংগে পরীক্ষা করতে হবে এবং নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ২৫ এর দফা (১০) এর পদ্ধতি অনুসরণ করে পোস্টাল ব্যালট পেপার গণনা ও বিন্যস্তকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

১২। **প্রাথমিক বেসরকারি ফলাফল**: ভোটগ্রহণের দিন ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পর নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রাথমিক বেসরকারি ফলাফল সংগ্রহ করা হবে। উক্ত ফলাফল আপনার কাছ হতে সংগ্রহের জন্য নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের একটি **"ফলাফল সংগ্রহ ও পরিবেশন কেন্দ্র"** স্থাপন করা হবে। অনুরূপভাবে আপনিও আপনার অফিসে একটি **"ফলাফল সংগ্রহ ও পরিবেশন কেন্দ্র"** স্থাপন করবেন। ভোটগ্রহণের দিন সকাল হতে আপনার অফিসে স্থাপিত **"ফলাফল সংগ্রহ ও পরিবেশন কেন্দ্র"** সর্বশেষ ফলাফল নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে না পৌছানো পর্যন্ত খোলা থাকবে। সেই সাথে ভোটগ্রহণের জন্য নির্ধারিত সারাদিন ফলাফল সংগ্রহ ও পরিবেশন কেন্দ্রের মাধ্যমে নির্বাচনি এলাকার ও ভোটকেন্দ্রের পরিবেশ পরিস্থিতির প্রতিবেদন সংগ্রহ করে নির্বাচন কমিশনকে অবহিত করা হবে।

১৩। **ফলাফল সংগ্রহ ও পরিবেশন কেন্দ্রে উপস্থিতি**: বেসরকারি ফলাফল প্রচারকালে রিটার্নিং অফিসার এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়ন্ত্রণ কক্ষে/ **"ফলাফল সংগ্রহ ও পরিবেশন কেন্দ্রে"** প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা তাঁহাদের নির্বাচনি এজেন্ট অথবা দলের প্রতিনিধি এবং অন্যান্য সংগঠন যেমন- স্থানীয় প্রেস ক্লাব এবং বারের সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক অথবা তাঁদের প্রতিনিধিকে লিখিতভাবে আমন্ত্রণ জানাতে হবে।

১৪। **ফলাফল সংগ্রহ ও পরিবেশন কেন্দ্রের মাধ্যমে ফলাফল গ্রহণ**: ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পর আপনি আপনার আওতাধীন সকল নির্বাচনি এলাকার প্রিজাইডিং অফিসারদের নিকট হতে বিশেষ বার্তাবাহক/টেলিফোন/অয়ারলেসের মারফত বেসরকারি ফলাফল সংগ্রহ করবেন। প্রতি ঘণ্টায় প্রত্যেক নির্বাচনি এলাকার প্রিজাইডিং অফিসারদের নিকট হতে প্রাপ্ত ফলাফল নির্ধারিত টেলিফোন/ফ্যাক্স/ইন্টারনালের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে স্থাপিত **"ফলাফল সংগ্রহ ও পরিবেশন কেন্দ্রে"** জানাতে হবে। নির্ধারিত টেলিফোন/ফ্যাক্স/ইন্টারনাল একাউন্ট নম্বরসমূহ সত্বর জানানো হবে। প্রত্যেক বার্তায় সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকার ক্রমবর্ধমান ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা এবং প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কর্তৃক ভোটের সংখ্যা উল্লেখ থাকবে। এতদভিন্ন মোট কত ভোট প্রদত্ত হয়েছে এবং কত ভোট বাতিল হয়েছে তারও উল্লেখ থাকতে হবে।

১৫। Result Management System (RMS) – এর মাধ্যমে ফলাফল প্রেরণঃ উপরিউক্ত পদ্ধতি ছাড়াও একই সাথে Result Management System (RMS) – এর মাধ্যমেও ফলাফল প্রেরণ করতে হবে। এজন্য সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে এবং Result Management System (RMS) – কিটসও প্রেরণ করা হবে। এ বিষয়ে পরবর্তীতে বিস্তারিত জানানো হবে।

২৬-১২-২০১৩

(মিহির সারওয়ার মোর্শেদ)
উপ সচিব
নির্বাচন পরিচালনা-১

নং- ১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০২০.১৩(অংশ-৩).৫৪৪

তারিখঃ ১২ পৌষ ১৪২০ বঙ্গাব্দ
২৬ ডিসেম্বর ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা
২. প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্রবাহিনী বিভাগ, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা
৩. সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়/বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়/জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়/স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৪. মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা
৫. সচিব (আপন/জন বিভাগ), রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন, ঢাকা
৬. সচিব,..... মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল)
৭. মহাপরিচালক, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)/আনসার ও ভিডিপি/কোস্টগার্ড, ঢাকা
৮. মহাপরিচালক, র‍্যাপিড এ্যাকশান ব্যাটালিয়ান (র‍্যাব), ঢাকা
৯. অতিরিক্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১০. বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা/রাজশাহী/বরিশাল/সিলেট/রংপুর
১১. উপ মহাপুলিশ পরিদর্শক, ...(সকল রেঞ্জ)
১২. মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার, ...(সকল)
১৩. যুগ্ম সচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৪. মহাপরিচালক, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৫. মহাপরিচালক, নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা
১৬. পুলিশ সুপার, ...(সংশ্লিষ্ট)

১৭. আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, ...(সকল)
১৮. উপ সচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৯. পরিচালক (জনসংযোগ), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
২০. সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার, ...(সংশ্লিষ্ট)
২১. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ...(সংশ্লিষ্ট) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
২২. .....ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
২৩. জেলা কমান্ডেন্ট, আনসার ও ভিডিপি, ...(সংশ্লিষ্ট)
২৪. জেলা তথ্য অফিসার, ...(সংশ্লিষ্ট)
২৫. একান্ত সচিব, মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার, মাননীয় নির্বাচন কমিশনারবৃন্দ ও সচিব মহোদয়, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার, মাননীয় নির্বাচন কমিশনারবৃন্দ ও সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২৬. উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার, ...(সংশ্লিষ্ট)
২৭. অফিসার ইনচার্জ, ...(সংশ্লিষ্ট থানা)
২৮. নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সকল কর্মকর্তা।

(মোঃ ফরহাদ হোসেন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয় শাখা-১
ফোনঃ ৯১৮০৭৮৪